বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

জুম'আর খুৎবা

২৮/০৩/১৪ইং

তাশাহুদ,তাউয,তাসমিয়া এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) বলেন, আজও আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিদর্শনাবলি সংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি ও কিছু ঘটনাবলি যা তিনি (আঃ) স্বয়ং এবং কিছু লোকেরা বর্ণনা করেছেন তা বর্ণনা করব। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন আমার স্ব-পক্ষে তিনি যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন তা যদি আমি আজকের তারিখ অর্থাৎ (১৬/৭/১৯০৬) ১৬ই জুলাই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এক এক করে গননা করি তাহলে আমি খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলতে পারবো যে তা তিন লক্ষ থেকেও বেশী হবে, আর কেউ যদি আমার কসমের উপর বিশ্বাস না করে তাহলে আমি তাকে প্রমান দিতে পারি। কিছু নিদর্শন এমন, যেখানে আল্লাহতা'লা তার ওয়াদা অনুযায়ী আমাকে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে সু-রক্ষিত রেখেছেন আর কিছু নিদর্শন এমন যে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ওয়াদা অনুযায়ী আমার প্রয়োজনাদি ও চাহিদা পূরন করেছেন, আর কিছু নিদর্শন এমন যেখানে তিনি তার ওয়াদা " ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা " অনুযায়ী আমার উপর আক্রমনকারীদের লাঞ্চিত ও অপমানিত করেছেন আর কিছু নিদর্শন এমন যে আমার উপর দায়েরকৃত মামলা গুলোতে তিনি তার ভবিষ্যৎবানী অনুযায়ী মামলাকরীদের বিরুদ্ধে আামাকে বিজয় দান করেছেন।

তিনি (আঃ) বলেন কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে যা আমার আবির্ভাবের সময়ে প্রকাশিত হয়েছে কেননা যখন থেকে পৃথিবী সৃস্টি হয়ে এমন দীর্ঘ সময়কাল আর অন্য কারোর সৌভাগ্য হয়নি । আর কিছু নিদর্শন এই যুগের অবস্থা দর্শনেই বোঝা যায় কেননা এই যুগ কোন একজন ইমামের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, আর কিছু নিদর্শন এমন যেগুলোতে বন্ধুদের ব্যাপারে আমার দোয়া কবুল হয়েছে আর কিছু নির্দশন এমন যেগুলোতে দুষ্টু শত্রুদের বিরুদ্ধে আমার বদ-দোয়া কাজে লেগেছে আর কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে যেগুলোতে কিছু ভয়ংকর রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়েছে আর তাদের আরোগ্য লাভের পূর্বেই আমাকে তার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে যে আমার সত্যতার ব্যাপারে বিখ্যাত ও বিশিষ্ট আওলিয়াগন স্বপ্ন দেখেছেন এবং নবী করীম (সাঃ) কে তারা স্বপ্নে দেখেছেন। যেমন সাজ্জাদানশীন সাহেবুল ইল্‌ম সিন্ধ্‌ যার প্রায় একলাখ মুরিদ ছিল এবং খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব চাচরাওয়ালা।

আর কিছু নিদর্শন এমন যে হাজার হাজার মানুষ কেবল এই জন্য আমার বয়াত করেছে যে তাদেরকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে আমি সত্য এবং খোদাতা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত। আর কিছু লোক একারনে আমার বয়াত করেছে যে তারা স্বপ্নে নবী করিম (সাঃ) কে দেখেছেন আর নবী করিম (সাঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন পৃথিবী ধ্বংসের দার প্রান্তে আর এই ব্যাক্তি খোদাতা'লার শেষ খলীফা ও মসীহ মাওউদ । আর কিছু নিদর্শন এমন যে আমার জন্মের পূর্বেই বা সাবালকত্ব লাভের পূর্বেই বিভিন্ন বুযুর্গ আমার নাম নিয়ে আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার খবর দিয়ে গেছেন যেমন নিয়ামতুল্লাহ অলী এবং জামালপুর লুধিয়ানার অধিবাসী মিঞা গোলাপ শাহ।

এরপর আরেক জায়গায় তিনি (আঃ) বলেন;

এরপর আরেক জায়গায় তিনি (আঃ) বলেন; কিন্তু এর পূর্বে আরেকটি ঘটনা যা সাহেবজাদা সিরাজুল হক নুমানী সাহেবের যিনি আহমদী ছিলেন এবং সাজ্জাদানশীন ছিলেন ও পীর ছিলেন তার ভাই যিনি পীর ছিলেন তাকে পত্র লিখলেন যে আমিতো 'কাশফে কবুর' করাতে পারি মীর্যা সাহেব কি তা করাতে পারে? অর্থাৎ কাশফে কবুর বলতে বোঝায় যে মৃতদের অবস্থা জ্ঞাত করাতে পারি বা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করাতে পারি। তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ সম্বন্ধে বলেন যে 'কাশফে কবুর' বিষয়টি একটি অনর্থক বিষয়।

বহু পূর্বেই আল্লাহতা'লা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্‌জিন আমিক বা ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্‌জিন আমিক্‌। আর একথা এমন সময় বলেছিলেন যে সময় কেউই আমাকে চিনত না। আর এখন এই ভবিষ্যৎবানী কত প্রতাপের সাথে পূর্ন হচ্ছে। এর কি কোন দৃষ্টান্ত আছে?

এরপর তিনি বলেন যে, দেখ তোমরা আল্লাহতা'লার নিদর্শন সমূহের অসম্মান করোনা এবং এগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করোনা কেননা এটি নিরাশার লক্ষণ। খোদাতা'লা এটিকে পছন্দ করেননা। এই তো সেদিনের কথা যে লেখরাম খোদাতা'লার মহা মর্যাদাবান নিদর্শন অনুযায়ী মারা গেল, কোটি কোটি মানুষ এই ভবিষ্যৎবানীর স্বাক্ষী। লেখরাম স্বয়ং এটিকে প্রচার করেছিল। সে যেখানে যেত এটিকে বর্ণনা করত। সে ইসলামের সত্যতা যাচাই এর জন্য স্বয়ং এই নিদর্শন চেয়েছিল আর এটিকে সত্য ও মিথ্যা ধর্মের পার্থক্য নিরুপনে একটি মানদন্ড স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরিশেষে সে নিজে ইসলাম ও আমার স্বত্যায়নে নিজের রক্ত দ্বারা স্বাক্ষ্য দিয়ে গেছে। এই নিদর্শনকে অস্বীকার করা এবং এটিকে গ্রাহ্য না করা কেমন

অবিচার এবং যুলুম! এছাড়া এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহের অস্বীকার করাতো লেখরাম হওয়ারই নামন্তর, তাছাড়া আর কি? আমার মনে বড়ই পরিতাপ জাগে যে এই অবস্থায় আল্লাহতা'লা এমন অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধে নিদর্শন দেখিয়েছেন, প্রতাপমন্ডিত এবং সৌন্দর্য্যবিকাশক উভয় প্রকারেই নিদর্শন দেখানো হয়েছে এরপরও এগুলোকে পরিত্যক্ত বস্তুর মতো নিক্ষেপ করা খুবই দুর্ভাগ্যপূর্ণ এবং আল্লাহতা'লার প্রকোপে পড়ার কারণ হবে। যারা আল্লাহতা'লার নিদর্শনের পরোয়া করেনা তারা যেন একথা স্মরণ রাখে যে আল্লাহতা'লাও তাদের পরোয়া করেন না। খোদাতা'লার পক্ষ থেকে যে সকল নিদর্শন প্রকাশিত তা এমন হয় যে একজন জ্ঞানী খোদান্বেষনকারী ব্যাক্তি তা সনাক্ত করে ফেলে আর তার থেকে উপকৃত হয় কিন্তু যার অন্তর্দৃষ্টি নাই এবং খোদাতা'লার ভয়কে দৃষ্টিপটে রেখে তার উপর গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেনা তারা বঞ্চিত থেকে যায়। কারন সে এমনটি চায় যে দুনিয়া দুনিয়াই না থাকুক আর ঈমানের সেই অবস্থা যা ঈমানের ভিতর রয়েছে তা না থাকুক। এমনটি খোদাতা'লা কখনো করেন না। যদি এমনটি হতো তাহলে ইহুদীদের কি প্রয়োজন ছিল যে তারা হযরত মসীহ্‌র অস্বীকার করে। এরপর মুসা (আঃ)কে অস্বীকার কেন হয়েছিল? আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে নবী করীম (সাঃ) কে এত কষ্ট কেন সহ্য করতে হয়েছিল। আল্লাহতা'লার এটি সুন্নতের পরিপন্থী যে তিনি এমন নিদর্শন প্রকাশ করবেন যা দ্বারা ঈমান বিল গায়েব অথাৎ অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসই উঠে যাবে। একজন অজ্ঞ মুর্খ এবং আল্লাহতা'লার সুন্নত সম্পর্কে গাফেল ব্যক্তি এই মোজেজাকে নিদর্শন বলতে পারে যা ঈমান বিল গায়েবের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু খোদাতা'লা এমনটি কখনো করেন না। আমাদের জামাতের জন্য আল্লাহতা'লা কখনো কোন ঘাটতি রাখেননি। কোন ব্যাক্তি কারো সামনে লজ্জিত হতে পারেননা। এই জামাতে যত লোকই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের কেউই এই কথা বলতে পারবে না যে আমি কোন নিদর্শন দেখিনি।

তিনি বলেন যে বারাহীনে আহমদীয়া পড় এবং এর উপর চিন্তা ভাবনা কর। এই যুগের সকল সংবাদ এতে রয়েছে বন্ধুদের সমন্ধেও এবং শত্রুদের সম্বন্ধেও। এখন এটা কি মানুষের শক্তির আওতাভূক্ত? যে, যখন এই সিলসিলা যার নামও বিদ্যমান ছিলনা আর আমি নিজেও জানতামনা যে আমার জীবনের মেয়াদ কতটুকু তারপরেও এমন প্রতাপপূর্ণ সংবাদ দেয়া আর তা পূর্ণ হওয়া, একটি দুটি নয় বরং প্রতিটি আহমদীদের ঘরে এবং আর্য ও খ্রিস্টান্দের নিকট এবং সরকারের নিকটেও এই বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ রয়েছে আর যদি আল্লাহর ভয় এবং সত্যের অনুসন্ধান থেকে থাকে তাহলে আমি বলছি যে, বারাহীনের নিদর্শনের উপরেই ফয়সালা করে ফেল। দেখ যখন কেউ আমাকে জানতো না আর কেউ এখানে আসতোও না একটি ব্যাক্তিও আমার সাথে ছিলনা তখন এই জামাত সম্বন্ধে যা এখন বিদ্যমান আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী মনগড়া এবং মিথ্যা হতো তাহলে আজ এখানে এতবড় জামাত কেন বিদ্যমান?
আর যে ব্যাক্তিকে কাদিয়ানের বাহিরে কেউ চিনতো না আর যার সম্পর্কে বারাহীনে বলা হয়েছে যে "ফাহানা আন তাআনা ওয়া তুরাফু বায়নাননাস" অর্থাৎ সেই সময় এসে গেছে যখন তোমাকে সাহায্য করা হবে এবং তুমি মানুষের মাঝে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করবে। তিনি বলেন, আর কেন আজকে সারা বিশ্বে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানেই নয় বরং আরব,সিরিয়া ও মিশর থেকে বেরিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকা পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী তা সনাক্ত করছে? গত কয়েকদিন পূর্বে কাদিয়ান থেকে আরব দেশ সমূহের উদ্দেশ্যে যেই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। যদি এটি আল্লাহতা'লার বাণী না হত তাহলে খোদাতালা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন মিথ্যাবাদীকে কেন সাহায্য করলেন? কেন তার জন্য এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করে দিলেন?এগুলোকি আমি নিজে নিজে তৈরী করেছি? আল্লাহতা'লা যদি এভাবে কোন মিথ্যাবাদীকে সাহায্য করে থাকেন তাহলে সত্যবাদীদের মানদন্ড কি? তোমরা নিজেরাই তার উত্তর দাও। রমযান মাসের চন্দ্রগ্রহন ও সূর্য্যগ্রহন কি আমার শক্তির আওতাভুক্ত ছিল যে আমি আমার সময়ে তা সংঘটিত করতে সক্ষম ছিলাম? আর যেভাবে নবী করিম (সাঃ) এটিকে সত্য মাহদীর নিদর্শন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন আর খোদাতা'লা তা আমার দাবীর সময়ে পূর্ণ করলেন যদি আমি তার পক্ষ থেকে না হতাম তাহলে কি খোদাতা'লা স্বয়ং সারা পৃথিবীকে পথভ্রষ্ট করলেন? তাদের একথা চিন্তা করে উত্তর দিতে হবে যে আমার অস্বীকারের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এতে নবী করীম (সাঃ) কে ও খোদাতা'লাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। এভাবেই এত সংখ্যক নিদর্শনাবলি রয়েছে যে তা দু চারটি নয় বরং তা হাজার ও লাখের সংখ্যায়, তোমরা কোন কোনটির অস্বীকার করবে।
এই বারাহীনে এটাও লিখাছিল যে, "ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্‌জিন আমিক" এখন তুমি নিজে এসে আরেকটি নিদর্শন পূর্ণ করেছো। যদি তোমার আগমনের নিদর্শনকে অস্বীকার করে তা মিটিয়ে দিতে পার তাহলে তা মিটিয়ে দেখাও। অমি আবার বলছি যে আল্লাহতা'লার নিদর্শনাবলীর অস্বীকার করা ভালো কথা নয় এতে খোদাতালার প্রকোপে পড়তে হয়। আমার হৃদয়ে যা কিছু ছিল তা আমি বলে দিয়েছি এখন মানা না মানা তোমার উপর। আল্লাহতালা খুব ভালো জানেন যে আমি সত্যবাদী এবং তার পক্ষ থেকেই প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি।

এরপর রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের নিদর্শন রয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন মালির কোটলার রইছ সর্দার নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁন সাহেবের পুত্র আব্দুর রহিম খাঁন একটি মারাত্নক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল প্রচন্ড জ্বর ছিল বাঁচার কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছিল না এক প্রকার মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। সে সময় আমি তার জন্য দোয়া করলাম তখন আমার মনে হল যে এটি অটল তকদির। তখন আমি খোদাতালার নিকট নিবেদন করলাম যে হে ইলাহী আমি তার জন্য শাফায়াত করছি। এর উত্তরে খোদাতালা বললেন- "মানযাল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বে ইযনিহি"। কার স্পর্ধা! যে সে খোদাতালার অনুমতি ব্যাতীত কারো জন্য শাফায়াত করতে পারে। তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। এর কিছুক্ষন পরেই এই ইলহাম হল যে, "ইন্নাকা আনতাল মাযাজ"। অর্থাৎ তোমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হল। তখন আমি অনেক আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করতে শুরু করলাম তখন খোদাতা'লা আমার দোয়া কবুল করলেন আর ছেলেটি যেন কবর থেকে বের হয়ে আসল আর তার স্বাস্থ্য ভালো হতে লাগল। আর সে এতই দূর্বল হয়ে গিয়েছিল যে অনেকদিন পর সে তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেল এবং সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েগেল।

এরপর বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস হওয়ার নিদর্শনাবলিও রয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে সিররুল খিলাফা পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় ৭১তম নিদর্শন যা আমি বর্ণনা করেছি তা এই রকম যে, বিরুদ্ধবাদীদের উপর প্লেগ আসার জন্য অমি দোয়া করেছিলাম অর্থাৎ এমন বিরুদ্ধবাদী যাদের ভাগ্যে হেদায়াত ছিলনা। এরপর আমার এই দোয়ায় কয়েক বছর পর এই দেশে প্লেগের প্রাদূর্ভাব দেখা দিল আর কিছু কঠোর বিরুদ্ধবাদী এই প্লেগে ধ্বংস হল।

আর এর পরে এই ইলহাম হল যে "এ্যায় বাসাখানা এ দুশমান কেহ্ তু বিরান কারদি" ফার্সি ইলহাম অর্থাৎ তুমি অনেক শত্রুর ঘর ধ্বংস করে দিয়েছ আর এটি আলহাকাম এবং আলবদরে ছাপানো হল আর উপরোল্লিখিত দোয়া সমূহ যা শত্রুদের কঠোর যাতনার পরে করা হয়েছিল তা খোদাতা'লার দরবারে কবুল হল এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগের আযাব তাদের উপর আগুনের ন্যায় বর্ষিত হল আর সহস্র সহস্র বিরোধী যারা আমাকে অস্বীকার করেছে আর খারাপ ভাষায় আমার নাম নিয়েছে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু এই স্থানে আমি উপমা স্বরূপ কয়েকজন কঠোর বিরোধীর উল্লেখ করব। সর্বপ্রথম অমৃতসরের অধিবাসি মৌলবী রসুল বাবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পুস্তক রচনা করেছে আর অনেক কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছে আর স্বল্প মেয়াদী এই জীবনকে ভালোবেসে মিথ্যা বলেছে। পরিশেষে খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে প্লেগে ধ্বংস হয়েছে।

এরপর এক ব্যাক্তি যার নাম মুহাম্মদ বখ্স সে বাটালার একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিল সে আমার শত্রুতায় কোমর বেধেঁ লাগল আর সেও প্লেগের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেল। এরপর জম্মু নিবাসী চেরাগদ্বীন জম্মু নিবাসী এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হল। সে নিজেকে রসুল হিসেবে দাবী করত আর সে আমার নাম দ্বাজ্জাল রেখেছিল আর সে বলত যে হযরত ঈসা আমাকে সপ্নে একটি লাঠি দিয়েছে যেন আমি ঈসার লাঠি দ্বারা এই দাজ্জালকে ধ্বংস করি। । এরপর সেও আমারএই ভবিষ্যৎবানী অনুযায়ী যা তার জন্য বিশেষ ভাবে দাফেউল বালা পুস্তিকায় এবং মাইয়ারে আহলুল ইসতেফা তে আমি তার জীবদ্দশাতেই প্রকাশ করেছিলাম সে অনুযায়ী ৪ এপ্রিল ১৯০৬ সালে তার দুজন ছেলে সহ প্লেগে ধ্বংস হয়ে গেছে। ঈসার সেই লাঠি কোথায় গেল যা দিয়ে সে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? আর কোথায় গেল তার এই ইলহাম যে "ইন্নি লামিনাল মুরসালিন"।

পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ লোক নিজের আত্নশুদ্ধির পূর্বেই নিজের হৃদয়ের কথাকেই ইলহাম আখ্যা দিয়ে থাকে। (অর্থাৎ নাফ্সকে পবিত্র করার পূর্বেই নিজেরা মনে করে থাকে যে আমরা অনেক পবিত্র হয়ে গেছি আর তাদের যে মনোবাসনা রয়েছে তাকেই ইলহাম মনে করতে শুরু করে) তিনি (আঃ) বলেন যে এ কারনে পরিশেষে তাদের অনেক লাঞ্চনা ও অপমানের সাথে মৃত্যু হয়। আর তারা ব্যাতীত আরো অনেক লোক রয়েছে যারা অবমাননা ও কষ্ট প্রদানে সিমাতিক্রম করে ফেলেছিল আর খোদাতালার প্রকোপকে ভয় পেতনা আর দিন রাত হাসি তামাশা ও গালি দেওয়াই তাদের কাজ ছিল পরিশেষে তারাও প্লেগের শিকারে পরিনত হল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন আমাকে এজন্য প্রেরন করা হয়েছে যেন আমি আঁ হযরত (সাঃ) এর হৃত মর্যাদাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি এবং কোরআন করীমের সত্যতা পৃথিবীবাসীকে দেখাই আর এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে । কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা তা দেখতে পারছেনা অথচ এখন এ সিলসিলা সূর্যের ন্যায় দীপ্তমান হয়ে প্রকাশ পেয়েছে আর এর নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে এত সংখ্যক লোক সাক্ষী রয়েছে যে যদি তাদের সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করা হয় তাহলে তাদের সংখ্যা এত পরিমানে হবে যে এই ভূপৃষ্ঠে কোন বাদশাহ্র সৈন্য সংখ্যাও এত পরিমানে নেই। এরপর তিনি (আঃ) একস্থানে বলেন খোদাতালা আমাকে সংশোধনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন আর আমার হাতে সেই নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন যে যদি এই সমস্ত নিদর্শন সম্বন্ধে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাদের স্বভাব বিদ্বেষমুক্ত ,যাদের হৃদয়ে খোদাভীতি রয়েছে এবং যারা সৎ বুদ্ধি প্রয়োগ করে তারা এগুলোদ্বারা খুবই ভালো ভাবে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে।

এ সমস্ত নিদর্শন কেবল একটি দুটি নয় বরং হাজার হাজার। যার মধ্য থেকে কিছু আমি আমার পুস্তক হাকীকাতুল ওহীতে লিখেছি। যখন হিজরী এয়োদশ শতাব্দী শেষ হয়ে গেছে তখন খোদাতালা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দির শিরোভাগে তার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন আর আদম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত নবী অতিবাহিত হয়েছেন সবার নাম আমার নামে অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছেন আর আমার সর্বশেষ নাম ঈসা মাওউদ এবং আহমদ ও মুহাম্মদ মাহুদ রেখেছেন। আর দুটি নামেই আমাকে বারংবার সম্বোধন করেছেন। এই দুটি নামকে অপর শব্দে মসীহ এবং মাহদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর যে সমস্ত মোজেযা (অলৌকিকতা) দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কিছু সে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা বড় বড় অদৃশ্যের সংবাদ ও বিষয় সম্বলিত যা খোদাতালা ছাড়া আর অন্য কারো পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর এর মধ্যে কিছু দোয়া রয়েছে যেগুলো কবুল হওয়া সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে আর কিছু বদ দোয়া রয়েছে যেগুলো দ্বারা দুষ্ট শত্রুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর কিছু দোয়া শাফায়াত সংক্রান্ত রয়েছে যার মর্যাদা দোয়ার থেকেও বেশী। আর কিছু মোবাহেলা সমূহ রয়েছে যার পরিণাম এমন হয়েছে যে খোদাতালা শত্রুদেরকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করেছেন। আর কিছু যুগের নেক ব্যক্তিদের স্বাক্ষ্য রয়েছে যারা খোদা তালার নিকট থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে আমার সত্যতা সম্পর্কে স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আর কিছু এমন নেক ব্যাক্তি বর্গের স্বাক্ষ্য রয়েছে যারা আমার আবির্ভাবের পূর্বেই মৃত্যুবরন করেছেন যারা আমার নাম নিয়ে আর আমার গ্রামের নাম নিয়ে স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন যে তিনিই মসীহ মাওউদ যিনি অতিশিঘ্রই আগমন করবেন। আর কেউ কেউ এমন সময়ে আমার আবির্ভাবের সংবাদ দিয়েছেন যখন আমি জন্মই নেই নি আর কেউ কেউ আমার আবির্ভাবের সংবাদ এমন সময়ে দিয়েছেন যখন আমার বয়স ১০ বা ১২ বছর হবে আর তারা তাদের কোন কোন মুরীদদের বলে গিয়েছিলেন যে তোমরা এত বয়স পাবে যে তাকে দেখে যেতে পারবে। আর মাহদী মাহুদ (আঃ) এর যুগের যেই সমস্ত নিদর্শন আহযরত (সাঃ) নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন যেমন তার যুগে রমযান মাসে চন্দ্র ও সুর্য গ্রহন হবে এবং দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে এই সমস্ত নির্দশন সবগুলোই আমার জন্য প্রকাশিত হয়ে গেছে আর চতুর্দশ শতাব্দীরও আমি এক চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়েছি। এই দলিলপ্রমান ও স্বাক্ষ্যের পরিমান এতই যে হাজার খন্ডেও তার সংকুলান হবেনা।

এর পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ,

এখন আমি আহমদীয়াত কবুল করার কিছু ঘটনাবলি উপস্থাপন করব যে কিভাবে আল্লাহতালা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগে লোকদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। হযরত শেখ মুহাম্মদ আফজাল সাহেব বর্নণা করেন যে যখন খাকসারের বয়স ১২ বছর ছিল আর আমাদের বংশে আমার বড়চাচা হাকীম শেখ ইবাদুল্লাহ সাহেব এবং আমার চাচাত ভাই শেখ করম ইলাহী সাহেব হযরত সাহেবের বয়াতকৃত ছিলেন কিন্তু এই সেবক না তো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে দেখেছিল আর না হুযুরের কোন ছবি দেখেছিল। স্বপ্নে দেখলাম যে আমার শরীরের সকল অংশের প্রাণ বের হয়ে গেছে শুধু মাত্র মস্তিস্কে অনুধাবন করার ক্ষমতা ও চোখে দর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে। আমার সামনে একজন বুযুর্গ বসে আছেন আর তার পিছনে হাটু পর্যন্ত কারো মোবারক কদম দেখা যাচ্ছিল। আমি হৃদয়ে উপলব্ধি করলাম যে, এই বুযুর্গ যিনি আমার দিকে দেখছে তিনি হচ্ছেন মীর্যা সাহেব আর তার পিছনে যে মোবারক কদম দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে রসুলে করীম (সাঃ) এর কদম মোবারক। আমার চোখ খুলে গেল। প্রভাতে আমি মৌলবী আব্দুল্লাহ খান সাহেবের পুত্র মর্তুজা খান সাহেব যিনি সে সময় লাহোরী জামাতে শামিল ছিলেন তার নিকট গোলাম এবং এই স্বপ্নের তাবীর জনতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন যে মীর্যা সাহেবের বদৌলতে তোমার নবী করীম (সাঃ) এর আনুগত্য লাভ হবে। সুতরাং এমনটিই হল আর আমি খোদাতালার কসম খেয়ে লিখছি যে যখন ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বয়াত করেছি তখন হুযুরকে তেমনই দেখলাম যেমনটি সপ্নে তিনি আমার দিকে দেখছিলেন। এভাবেই অল্লাহতালা যাকে চান সত্য পথ দেখিয়ে থাকেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন , সুতরাং তার (আঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী আজও কত মর্যাদার সাথে পূর্ণ হচ্ছে এবং আল্লাহতা'লা কিভাবে তার নিদর্শন প্রদর্শন করছেন! হাজার হাজার মাইল দূরের অধিবাসীরাও এই কথার সাক্ষ্য যে আল্লাহতালা কিভাবে তাদের পথ প্রদর্শন করছেন। তাদের কিছু ঘটনাবলিও এখানে উপস্থাপন করছি।

মালির একটি এলাকার নাম বালা। এতে তেজানিয়া ফিরকার একজন ইমাম সাহেব রয়েছেন। তার বাবার মাধ্যমেই সেই এলাকার ৯৩টি গ্রাম মুসলমান হয়। আর আল্লাহতা'লার ফজলে কিছুদিন পূর্বে তিনি আহমদীয়াত কবুল করার তৌফিক লাভ করেন। আদম সাহেব বর্ণনা করেন যে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তার ঘরে আসলেন তিনি হুযুরের সাথে ঘরেই ছিলেন আর বাহিরে অনেক উলামা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বলেন যে আমি হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সমীপে নিবেদন করলাম যে বাহিরে উলামাগণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন হুযুর বাহিরে আসলেন আর সমস্ত অআহমদী উলামাদের মাথা থেকে টুপি খুলে দিলেন আর শুধুমাত্র আমার মাথাতেই টুপি থাকতে দিলেন। আহমদীয়াত কবুল করার পর তিনি আমাদের মোয়াল্লেমগণের সাথে তার মুরীদদের গ্রামে যেতে থাকেন আর আল্লাহতা'লার ফজলে এখন পর্যন্ত ৪০ টিরও বেশী গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে।

এরপর বুরকীনা ফাসুর একজন জনাব বুখারী সাহেব বলেন যে তিনি আমাদের রেডিওতে ফোন করেছিলেন। ওখানে আমাদের রেডিও স্টেশন কাজ করে যাচ্ছে। তিনি ফোনে বলেন যে আমি আপনাদের তবলীগ শুনেছি। যেখানে বলা হয়েছে যে আপনারা যদি দেখতে চান যে এই ইমাম মাহদী সত্য না মিথ্যা তাহলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং

আপনাদেরকে এর জন্য একটি পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে আপনারা ইস্তেখারা করুন। সুতরাং সেই দিন থেকেই আমি ইস্তেখারা শুরু করে দিলাম আর ইস্তেখারার কেবল এক সাপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে এর মধ্যেই আমি স্বপ্নে একটি তাঁবুর নিচে দুজন জ্যোতির্ময় ব্যক্তিকে দর্শন করলাম। স্বপ্নেই তাদের বন্ধু আমাকে বলল যে যিনি ডান দিকে বসে আছেন তিনি ইমাম মাহদী আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি চিনতে পারলেন না। তিনি বলেন যে এরপর তার নিকট একথা স্পস্ট হয়ে গেছে যে আগত ইমাম মাহদী (আঃ) সত্য। যদি তিনি নাউযুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে আমার ইস্তেখারার জবাবে তিনি কিভাবে আমার স্বপ্নে আসতে পারেন? এজন্য আমি বয়াত করে নিয়েছি।

এরপর মিশর থেকে একজন ভদ্র মহিলা লিখেন যে আল্লাহতালা অনেক গুলো বিশেষত্ব আমাকে দান করেছেন। আমি একদিন স্বপ্নে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আঃ) কে এবং আপনাকে দেখলাম আর খোদাতালার কসম আমি সে সময় এটাও জানতামনা যে তখন পৃথিবীতে খোদাতালার কোন খলিফা বিদ্যমান রয়েছেন। আমি শুধু ইস্তেখারা করছিলাম তখন খোদাতালা আমাকে এই দুই ব্যক্তিত্বকে দেখালেন কিন্তু শয়তান আমাকে বিপথে পরিচালিত করেছিল। আর আল্লাহতালার শুকরিয়া যে তিনি আমাকে সত্য গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন আর এই প্রতারণা থেকে আমি বের হতে পেরেছি। আমার দৃঢ়তা ও মাগফেরাতের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহতালা তাকে ইস্তেকামাত দান করুন।

এরপর মালি থেকে মুয়াল্লেম আবদুল্লাহ সাহেব লিখেন- বামাকো এর একজন শিক্ষক হলেন দাম্বেলে সাহেব। তিনি আহমদীয়াতের শক্ত বিরোধী ছিলেন। যখনই তিনি আহমদীয়া রেডিওতে টেলিফোন করতেন তখনই জামাতকে গালি দেওয়া শুরু করতেন আর যদি তাকে টেলিফোন করা হতো তাহলেও তিনি জামাতকে গালি দিতেন। এভাবেই বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হল। একদিন কাঁদতে কাঁদতে আহমদীয়া রেডিও যার নাম "রাবওয়া এফ এম" সেখানে টেলিফোন করেন এবং বলেন, তিনি একরাত পূর্বে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) কে স্বপ্নে দেখেন এবং যে জ্যোতি তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাঝে দেখেছেন তা এর পূর্বে কখনও দেখেননি। তাই এখন তিনি জামাতের কাছে আন্তরিক হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করছেন এবং এই আশঙ্কা করছেন যে, যদি আহমদীরা তাকে ক্ষমা না করে তাহলে খোদাতা'লাও তাকে ক্ষমা করবেন না। এর ফলে মুয়াল্লেম সাহেব তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বলেন, সত্য যেহেতু প্রকাশিত হয়ে গেছে তাই বয়াত করে নিন। অতএব তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হন।

হুজুর(আইঃ) বলেন, এগুলো সবই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর স্বপক্ষে আল্লাহ তা'লার সাহায্য এবং নিদর্শন। এগুলোকে যদি নিদর্শন এবং সাহায্য হিসেবে স্বীকার না করেন তাহলে কি সেই জিনিস যা মানুষের হৃদয়ে উদ্বেলন সৃষ্টি করছে। হায় অন্য মুসলমানরাও যেন এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করে, এই সত্যকে জানার জন্য দোয়া করে, আল্লাহতা'লার কাছে পথনির্দেশ চায়। এবং মোখালেফাতের পরিবর্তে সোজা রাস্তা অনুসন্ধানের প্রতি তাদের প্রচেষ্টা বেশী হয়। আল্লাহতা'লা তাদের পথ প্রদর্শক হন। আল্লাহতা'লা তাদেরকে এই তৌফিক দান করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

আমি খোদাতা'লার পক্ষ থেকে এসেছি এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য আল্লাহতা'লা এত বেশী নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, তা যদি হাজার নবীর মাঝেও বন্টন করা হয় তবে এগুলো দিয়ে তাদেরও নবুয়্যত প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু যেহেতু এটা শেষ যুগ ছিল এবং শয়তানের পক্ষ থেকে তার সমস্ত দলবল ও শক্তিসহ এটা তার শেষ হামলা ছিল তাই শয়তানকে পরাজিত করার জন্য হাজার হাজার নিদর্শন এক জায়গায় একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও যারা মানুষের মাঝ থেকে শয়তানের প্রকৃতি বিশিষ্ট তারা স্বীকার করেনা এবং কেবলমাত্র অপবাদ রূপে অনুচিত আপত্তি উত্থাপন করে এবং তারা চায় যেকোনভাবে যেন খোদাতা'লার প্রতিষ্ঠিত এই জামাত ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু খোদাতা'লার অভিপ্রায় হলো নিজ জামাতকে নিজ হাতে মজবুত করবেন যতক্ষণ না তা সর্বোচ্চ স্থানে উপনীত হয়।

শেষে পুনরায় উম্মতে মুসলেমা এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহাতা'লা তাদের মাঝে এবং সেসব রাষ্ট্রসমূহে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করুন এবং তারা যেন এই কথা স্বীকার করে নেয় যে, এই শান্তি ও নিরাপত্তা যদি প্রকৃতই প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে এর একটাই উপায় আল্লাহতা'লা যাকে ইমাম মাহদী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তাকে যেন তারা গ্রহণ করে নেয়। সেই মোহাম্মদী মসীহর যেন তারা অনুসরণ করে যার ভবিষ্যদ্বানী আঁহযরত (সা.)ও করেছিলেন। এটাই একমাত্র মাধ্যম যা তাদের নাজাত দিবে এবং এসব ফিতনা, ফসাদ এবং দুঃখ থেকে মুক্ত করবে। আল্লাহতা'লা তাদের তৌফিক দান করুন।